بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আমাদের ইজতেমা সমূহের আসল উদ্দেশ্য অথবা যার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং পরস্পর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে যেন উন্নতি লাভ করা হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রতিটি সভ্য এবং সদস্য ইসলামের দৃঢ়তা এবং আহ্‌মদীয়াতের ওপর আন্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নিজেদের সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনাকে উপেক্ষা করে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা বা ব্যবহারিক জীবনকে ধর্মীয় শিক্ষা সম্মত করুন।

সে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং ব্যবহারিক আচরণের ক্ষেত্রে এক উত্তম নমুনা বা আদর্শ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

জামেয়া আহমদীয়া ইউ. কে.-র এক সক্রিয় ছাত্র প্রিয় মাযহার আহসান এর মৃত্যুতে তার প্রসংশনীয় গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৬-এর জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন যে, আজ থেকে যুক্তরাজ্যের মজলিসে আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা শুরু হচ্ছে। আমাদের ইজতেমা সমূহের আসল উদ্দেশ্য অথবা যার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত তা হলো, আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং পরস্পর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বে যেন উন্নতি লাভ করা হয়। জ্ঞানগত/ইলমী প্রোগ্রাম এবং প্রতিযোগিতা সমূহ এই উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যে, আমাদেরএগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তা জীবনের অংশে পরিণত করতে হবে। সেইসাথে বিভিন্ন খেলাধূলারও প্রোগ্রাম হয়ে থাকে, আর তা এজন্য কেননা হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ আদায় করার জন্য সুস্বাস্থ্য থাকাও আবশ্যক। নতুবা না আনসারুল্লাহ্‌র এখন খেলাধূলার বয়স আর না ২২/২৩ বছর বয়সের পর সাধারণত মহিলারা খেলাধূলায় বিশেষ আগ্রহ রাখে। অতএব ক্রিড়া প্রতিযোগিতা সমূহের একটি উদ্দেশ্য এটিও হয়ে থাকে যে, সবার যেন নিজের শারিরীক স্বাস্থ্যের প্রতি মনোযোগ থাকে আর কেবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীরাই নয় বরং অন্যরাও যেন কমপক্ষে ভ্রমণ বা হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে নিজেদের দেহকে উদ্দমী রাখে। যাহোক এসব ইজতেমার আসল উদ্দেশ্য হলো, নিজেদের ধর্মীয় এবং জ্ঞানগত যোগ্যতা সমূহকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে যেন আমাদের মনোযোগ সৃষ্টি হয়।

আনসারুল্লাহ্‌র বয়স এমন একটি বয়স যখন মানুষের চিন্তাধারা সাবালক ও দৃঢ় হয়ে থাকে। আর স্বয়ং তাদের মাঝে নিজেদের দায়িত্ববোধের চেতনা সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং এসব দায়িত্বের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। প্রথম কথা হলো মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র প্রতিটি সভ্য এবং সদস্য ইসলামের দৃঢ়তা এবং আহমদীয়াতের ওপর আন্তরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করবে। আর খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া এটি কোনভাবেই সম্ভব নয়। প্রত্যেক আহমদীর এর জন্য চেষ্টা করা উচিতআর আনসারুল্লাহ্‌র মান বা স্ট্যান্ডার্ড এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নত হওয়া উচিত। খোদার সাথে সম্পর্ক ততক্ষণ পূর্ণ হতে পারে না যতক্ষণ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন না হবে, যার জন্য আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ কর এবং এর প্রতি মনোযোগী হও। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়া হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের সুবাদে যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্বওপালন করতে হবে। এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম প্রচারের কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করেছেন। আর আন্তরিকভাবে বা সত্যিকার অর্থে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন আমরা ইসলামের প্রচার এবং তবলীগের কাজে সম্পূর্ণভাবে

নিয়োজিত হয়ে নিজেদেরকে আনসারুল্লাহ্‌র অংশ প্রমাণ করব। অতএব এটি হলো একটি দায়িত্ব।

এছাড়া আনাসারুল্লাহ্ তাদের আহাদনামায় আরো একটি অঙ্গীকার করেছে বা অন্যভাবে এটি বলা যায় যে, তারা এই দায়িত্ব পালন এবং বহনের ওয়াদা ও ঘোষণা করেছে যে, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি তারা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং এর হিফাযত বা সুরক্ষার চেষ্টা করবে। আর এই চেষ্টা কিভাবে হবে? এটি তখনই হবে যখন আনসারগণ খিলাফতের কাজ এবং প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এর সাহায্যকারী হবে এবং নিজেদেরকে খলীফায়ে ওয়াক্তের কথা শোনার প্রতি মনোযোগী রাখবে। আর এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে আমাদেরকে এম.টি.এ রূপী নিয়ামত দান করেছেন যা অনেক দূরে বসেও শোনা সম্ভব। অতএব আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যদের এর সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা উচিত। একইভাবে তারা এই অঙ্গীকারও করেছেন যে, সন্তানদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। তাই সন্তানদেরও অন্যান্য তরবিয়তের পাশাপাশি এর মাধ্যমে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করুন যেন প্রজন্ম পরম্পরায় বিশ্বস্ততার এই ধারা অব্যাহত ও প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং যেন ইসলামের সেবা এবং প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত থাকে, কেননা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর তিরোধানের পর তাঁরই ঘোষণা অনুসারে কুদরতে সানীয়া অর্থাৎ খিলাফতের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হওয়ার কথা। সুতরাং এর জন্য সকল প্রকার কুরবানীর যে অঙ্গীকার আপনারা করেছেন সেই অঙ্গীকার পালনে যত্নবান ও সচেষ্ট হোন এবং এ সম্পর্কে সজাগ থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

অনুরূপভাবে আমি যেভাবে বলেছি লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও ইজতেমা হচ্ছে আর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌রও একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা তাদের সবসময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লার অনেক বড় ফযল এবং এহসান যে, তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে লাজনাদের অধিকাংশ বা সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী ধর্মের ওপর বিশ্বস্ততার সাথে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্বাসের দিক থেকে তাদের অধিকাংশ সুদৃঢ় এবং মজবুত বিশ্বাস রাখেন কিন্তু লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রতিটি সদস্যা এবং প্রত্যেক আহমদী নারীর নিজের ব্যবহারিক অবস্থাকেও সেই মানে পৌঁছাতে হবে যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশ। আমি যেভাবে বলেছি লাজনাদেরও একটি আহাদনামা/অঙ্গীকার রয়েছে, আর নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা ফাংশানে তারা এই আহাদনামা পাঠও করে থাকেন যে, আমরা আমাদের ধর্মের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। প্রথমত ধর্ম যে কুরবানী চায় বা দাবি করে তা হলো নিজেদের সমস্ত জাগতিক কামনা বাসনাকে পিছনে ফেলে/উপেক্ষা করে নিজেদের ব্যবহারিক অবস্থা বা ব্যবহারিক জীবনকে ধর্মীয় শিক্ষা সম্মত করুন। এক আহমদী নারীর মাঝে সত্যের উন্নত মান প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। এরপর নারীদের বিষয়ে ধর্মের যে শিক্ষা রয়েছে সেসব শিক্ষাও মেনে চলার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা মহিলাদেরকে নিজেদের পবিত্রতা বা সম্ভ্রমের হিফাযতের জন্য যেসব শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলোর মাঝে পর্দাকে অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে কোন আহ্‌মদী মহিলার মাঝে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে সে কার্যত নিজের অঙ্গীকার পালন করছে না। সুতরাং সমাজের ভয় বা নিজের জাগতিক কামনা বাসনা যেন এক আহমদীকে ধর্মের শিক্ষা থেকে দূরে ঠেলে দিতে না পারে। বরং সকল আহমদী নারীকে নিজেদের ব্যবহারিক বা প্র্যাক্টিক্যাল অবস্থাকে খোদা প্রদত্ত শিক্ষা সম্মত করা উচিত।

এরপর তাদের আরেকটি অঙ্গীকার হলো সদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার অঙ্গীকার। এই ক্ষেত্রেও প্রত্যেকের নিজেদের যাচাই করা উচিত যে, আমরা সত্যের প্রকৃত রূহের সাথে এর ওপর অধিষ্ঠিত রয়েছি কিনা। অনুরূপভাবে সন্তান-সন্ততির তরবিয়ত বা সুশিক্ষারও অঙ্গীকার রয়েছে। এই অঙ্গীকারও পুরোপুরি পালনের চেষ্টা করা উচিত যে, সন্তানরা ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট আছে কিনা। সন্তানের সবচেয়ে উত্তম তরবিয়তগাহ্ হলেন মা। তাই মায়েদের এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। যদি আমাদের সব মহিলা এই দায়িত্ব পালনকারী হয়ে যায় বরং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, যদি শতকরা পঞ্চাশ ভাগও এমন হয় তাহলে তারা আগামী প্রজন্মের হিফাযতের নিশ্চয়তা হয়ে যাবে। তারা তাদের ধর্মের সুরক্ষার কারণ হবেন। খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপনের কারণ হবেন। অনুরূপভাবে নিজ সন্তানদের মাঝে স্বজাতি ও দেশের জন্য ত্যাগ এবং কুরবানীর প্রেরণা ও চেতনা সৃষ্টি করাও মায়েদের দায়িত্ব। আর আপনাদের আহাদনামায় এই অঙ্গীকারও আপনারা করে থাকেন। তাদের মন মানসিকতাকে

পরিপূর্ণভাবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বানানোও মায়েদের কাজ। ভালো মন্দের পার্থক্য করার বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করাও মায়েদের কাজ। দেশের উন্নতির জন্য নিজ ভূমিকা পালন করা এবং এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার দায়িত্বও মায়েদের। খিলাফতের সাথে সন্তানদের সম্পৃক্ত করা এবং এর জন্য চেষ্টা করা যেভাবে পিতাদের কাজ একইভাবে এটি মায়েদেরও দায়িত্ব। অতএব এই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে প্রত্যেক মাকে সচেতন হতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর তৌফিক দিন।

অনুরূপভাবে লাজনার সাথে নাসেরাতুল আহমদীয়ার ইজতেমাও হচ্ছে। নাসেরাতগণও একটি অঙ্গীকার করেন। তাদেরও নিজেদের অঙ্গীকার পালন করা উচিত। ১৪/১৫ বছরের যে বয়স, এটি সাবালক হওয়ার বয়স হয়ে থাকে এবংএই সময়ই ভালো মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আর এটি নাসেরাতদের বয়সের শেষ সীমা। আর এই বয়সেই অনেক কামনা বাসনা বা জাগতিক চাহিদাও থেকে থাকে। যদি বস্তুবাদিতার প্রতি দৃষ্টি থাকে তাহলে জাগতিক কামনা বাসনা ধর্মের ওপর প্রাধান্য পায় বা ছেয়ে যায়। তাই প্রত্যেক আহমদী মেয়েকে খুবই সাবধান এবং সচেতন থাকা উচিত আর নিজেদের আহাদনামা বা অঙ্গীকারনামা বারবার পুনরাবৃত্তি করা উচিত যেন প্রত্যেক আহমদী মেয়ে জাগতিক কামনা বাসনার অনুকরণ করার পরিবর্তে মহান লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট হয়। আর সেই মহান লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাসেরাতের আহাদনামায় এটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, ধর্ম, জাতি এবং স্বদেশের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকা, সবসময় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, আহমদীয়া খিলাফতের জন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা। অতএব আমাদের মেয়েরাযদি এই অঙ্গীকারকে নিজেদের জীবনের অংশ করে নেয় তাহলে যেখানে তারা নিজেদের জীবনের সুরক্ষা করবে সেখানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনেরও তারা হিফাযতকারী এবং তাদেরকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্তকারী হবেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও এই তৌফিক দিন। আরএইযে ইজতেমা হচ্ছে সেটিকে আল্লাহ্ তা'লা সকল অর্থে বরকতময় করুন। ।

ইজতেমার প্রেক্ষাপটে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এখন আমিএক প্রিয়ভাজনের যিকরে খায়ের করতে চাই যিনি সম্প্রতী আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। আমি যেই যুবকের কথা বলছি তার নাম মাযহার আহসান। সে অসুস্থ্যতার কারণে শেষ বর্ষের পরীক্ষা দিতে পারেনি, কিন্তু এই যুবক যেভাবে জীবন যাপন করেছে, পরীক্ষা পাস না করলেও সে মুরুব্বী এবং মুবাল্লিগই ছিল। আল্লাহ্ তা'লা এই যুবকের মাঝে এক জোশ বা উদ্দীপনা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, কিভাবে ধর্মসেবা করা যায়, কিভাবে নিজের নৈতিক চরিত্র এবং চারিত্রিক অবস্থাকে খোদার শিক্ষা সম্মত করা যায় এবংএর ওপর আমল করা যায়। এই পৃথিবীতে যে-ই আসে তাকে একদিন এখান থেকে বিদায় নিতে হয়। কিন্তু তারা সৌভাগ্যবান হয়ে থাকে যারা নিজেদের জীবন খোদার সন্তুষ্টি অনুসারে কাটানোর চেষ্টা করে আর এই ক্ষেত্রে সাফল্যও লাভ করে।

এই প্রিয়ভাজন সম্পর্কে জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্ররা, তার বন্ধুরা এবং তার শিক্ষকরা আমাকে লিখছেন আর এগুলো শুধু প্রথাগত কোন কথা নয় যে, এক ব্যক্তি মারা গেলে তার যিকরে খায়ের করা হয়। বরং আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে, এই যুবক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং ব্যবহারিক আচরণের ক্ষেত্রে এক উত্তম নমুনা বা আদর্শ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। এই মরহুম পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তার দুই বোন রয়েছে। তার পিতামাতাও, বিশেষ করে মা ধৈর্যের এবং খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকার উত্তমদৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও পুরস্কৃ ত করুন এবং তাদের ধৈর্য শক্তি বৃদ্ধি করুন, তাদের সবাইকে নিজ পক্ষ থেকে মানসিক প্রশান্তি দিন এবং তাদের জন্য ধৈর্যের উপকরণ সৃষ্টি করুন। হযরত

মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন,

"স্মরণ রেখ, সমস্যার আঘাত বা ক্ষতের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করার মতএমন আরামদায়ক ও প্রশান্তিকর আর কোন মলম নেই। অতএব সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার ওপরই ভরসা হওয়া উচিত।" এইযুবক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিল এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় চিকিৎসার ফলে আরোগ্যও লাভ করে কিন্তু পরবর্তীতে তার বুকে এমন কোন ইনফেকশান হয় যা ডাক্তাররা সময়মত চিহ্নিত করতে পারেনি যার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে

ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মরহুমের বড় দাদা মিস্ত্রী নিযাম উদ্দীন সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। আর তার নানা মোহতরম চৌধুরী মুনাওয়ার আলী খান সাহেব এবং দাদা হাজী মঞ্জুর আহমদ সাহেব উভয়ই কাদিয়ানের দরবেশদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

তার মা বলেন, সে আমার জন্য পরামর্শদাতা, আমার গোপনীয়তা রক্ষকারী এবং এক শিক্ষকের মত আমার তরবিয়তকারী ছিল। সে এটিও জানতো যে, আমার মা কিসে আনন্দিত হন আর কোন বিষয়টিকে তিনি ঘৃণা করেন। তিনি বলেন, প্রায় সময় আমার সাথে খিলাফত ব্যবস্থা, খলীফায়ে ওয়াক্ত, জামাত এবং সবচেয়ে বেশি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং তাঁর সাহাবা আর তাঁর প্রকৃত প্রেমীক মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা বলতো আর এই বিষয়গুলোই তার পছন্দ ছিল। কথার মাঝে জাগতিক কোন কথা বার্তা আসলে বলতো যে, এগুলো বাদ দিন, এগুলোর সাথে আমাদের কিইবা সম্পর্ক। অসুস্থ্যতার সময় তার চিন্তাধারা ও স্বভাবে আরো স্থিরতা এবং নম্রতা সৃষ্টি হয় এবং কখনো রাগ বা খিটখিটে মনমানসিকতা তার মাঝে দেখা যায়নি। আমি যেভাবে বলেছি, প্রথম রোগ ব্লাড ক্যান্সার থেকে যখন সে আরোগ্য লাভ করে তখন দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও স্কটল্যান্ড-এর আমীর সাহেবকে সে বলে যে, আমাকে জামাতী কিছু কাজ দিন।

অনুরূপভাবে স্কটল্যান্ড-এ নাসেরাত এবং লাজনাদের ইজতেমা ছিল, সেখানে সে তাদের জন্য সার্টিফিকেট বা সনদের ডিজাইন করে দেয়। রীতিমত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বই পুস্তক পড়তো।

হাসপাতালে নামায, তিলাওয়াত আর এমটিএ-তে খুতবা অবশ্যই শুনতো। আর ডাক্তারদের পীস্ কনফারেন্সের বরাতে, জলসার প্রেক্ষাপটে এবং জামাতের বিভিন্ন কার্যক্রমের বরাতে সবসময় তবলীগ করতো। জলসার পর এখানে মুরুব্বীদের যে মিটিং হয় সেখানে জামেয়া পাশ করা তার ক্লাসও অংশ নেয়। সে তাদেরকে লিখিত পয়গাম দিয়েছে এবং লিখেছে যে, মিটিংয়ের পয়েন্টস গুলো আমাকেও লিখিত পাঠাবেন যেন আমি সেগুলোকে জীবনের অঙ্গীভূত করতে পারি কেননা মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য সম্ভব নয়। খিলাফতের প্রতি তার সুগভীর ভালোবাসা ছিল।

কেমোথেরাপি নেওয়ার সময়ও সে ডাক্তারদের তবলীগ করা অব্যাহত রাখে। খোদার সত্তায় তার গভীর তাওয়াক্কুল ছিল আর কোন কিছুর চিন্তা ছিল না। সর্বদা এটিই বলতো যে, খোদা তা'লা কখনো আমাকে ব্যর্থ করবেন না। ডাক্তার হাফিয সাহেব বলেন, সে সর্বদা বলত- ক্যান্সার সনাক্ত হওয়ার পর আমি মাযহারের সাথে সাক্ষাত করতে গ্লাসগো যাই এবং আমি তাকে অত্যন্ত আস্থাশীল মানুষ হিসেবে পাই। আর সেখানে তার মা বলেছে, সে সব সময় বলে, সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে।

হাফেয ফযলে রাব্বী সাহেব বলেন, কুরআন করীম শেখার ক্ষেত্রে সে অসম্ভব উৎসাহী ছিল, সুলোলিত কণ্ঠে ও হৃদয়গ্রাহী সুরে কুরআন তিলাওয়াত করত আর জামেয়াতে আসার পূর্বেই সে জাতীয় তালিমুল কুরআন ক্লাসে অংশগ্রহণের জন্য স্বীয় পরিবারের সাথে গ্লাসগো থেকে লন্ডন আসত। তিনি বলেন, ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে তাদের কিছুটা সমস্যা ছিল। কেস পাশ হচ্ছিল না। এজন্য জামেয়াতে পড়া সত্ত্বেও সেখান থেকে লন্ডন আসতে হত। এরপর প্রতি দুই সপ্তাহে গ্লাসগো যেতে হত। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, তোমাদের তো অনেক কষ্ট হয়, এর উত্তরে সে বলে, বড় কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছোট ছোট কষ্ট কোন কষ্ট না।

ওয়াসীম ফযল নামে জামেয়ার একজন শিক্ষক আছেন, তিনি বলেন, মাযহার আহসান অত্যন্ত সাহসী, গম্ভীর, ভদ্র এবং অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিল। স্নেহাস্পদ (মাযহার) সেই অল্প সংখ্যক ছাত্রদের গন্ডিভূক্ত ছিল যারা তাদের দায়িত্বকে পূর্ণ নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ভালোবাস ও অধ্যবসায়ের সাথে পালন করে। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সে খুব যোগ্য ছিল।

হাফেয মাশহুদ সাহেব বলেন, কয়েক দিন পূর্বে যখন এই স্নেহের ছাত্রের সাথে আমার ফোনে কথা হচ্ছিল তখন সে বলে, আমি যত দ্রুত সম্ভব সুস্থ্য হয়ে একজন মুবাল্লেগ হিসেবে ধর্মের সেবা করতে চাই। এছাড়াও সে বলে, বর্তমানে আমার চিকিৎসা চলছে আর আমি আমার স্থানীয় জামাতে কাজ করা শুরু করে দিয়েছি।

মুরব্বী সিলসিলা মালেক আকরাম সাহেব সেখানে ছিলেন, তিনি লিখেন, মাযহার আহসান সাহেবের পরিবার যখন দুবাই থেকে গ্লাসগোতে স্থানান্তরিত হয় তখন এ অধম স্কটল্যান্ডে মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করছিলাম।

যেদিন এ পরিবারটি গ্লাসগোতে আসে সে দিনই মসজিদে একটি অনুষ্ঠান হচ্ছিল যাতে এ পরিবারটিও অংশগ্রহণ করে। আমি দেখেছি, মাযহার আহসান সাহেব প্রাথমিক পরিচয় পর্ব শেষ হওয়ার পরই সোজা রান্না ঘরে চলে যায় এবং রান্না ঘারে যারা কাজ করে তাদের সাথে সে সব কাজ মেহনত ও নিষ্ঠার সাথে করে। প্রথম দিন থেকে শুরু করে জামেয়াতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদাই সে মসজিদ ও জামাতের খুব সেবা করেছে। সে অত্যন্ত সাদা প্রকৃতি অধিকারী (একজন মানুষ ছিল) যার বাহ্যিক দিকটিও পরিষ্কার আর আভ্যন্তরীণ দিকও পরিষ্কার। সে কখনো খোশগল্পেও মজে নি এবং সময়ও নষ্ট করে নি। সময়ের সঠিক ব্যবহার করার পদ্ধতি সে জানত। তার মনের আকাঙ্খা ও এই ব্যকুলতা ছিল যে, তার ওয়াফ যেন গৃহীত হয় এবং সে যেন জামেয়া আহমদীয়াতে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করে মোবাল্লেগ হতে পারে এবং ধর্মের সেবা করতে পারে। আর যে দিন সে জামেয়াতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় সেদিন সে এত খুশি ছিল, যেন সারা দুনিয়ার নেয়ামাত সে লাভ করছে।

শেখ সামার তার সহপাঠী ও বন্ধু যিনি মুরুব্বী হয়ে গেছেন বলেন, সর্বদা হাস্যোজ্জল থাকতো এবং লোকদের খুশি রাখতো। কখনো সাথে ঝগড়া করে নি। তার অন্তর অনেক প্রশস্ত ছিলো। প্রত্যেক ক্ষেত্রে তবলীগ করতো। তবলীগের কোন সুযোগ হাতছাড়া করতো না। হাসপাতালে ছিলো সেখানেও বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলো এ মুসলমান, যে প্রত্যেককে তবলীগ করে। এ কারণে কেউ কোন কষ্ট পায়নি, কখনো কাউকে কোন খারাপ কথা বলেনি। অন্যদের যতটুকু সাহায্য করতে পারতো তার চেয়ে বেশী করতো। প্রত্যেক ছোট ছোট বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতো। প্রত্যেকের সাথে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে থাকতো।

তার সহপাঠী সাহের মাহমুদ, মুরুব্বী বলেন, এমন উন্নত ব্যক্তিত্বের সাথে সাত বছর থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলো যা খুব কমই পাওয়া যায়। অতিথি আপ্যায়ন এবং বিনয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত, সর্বদা সুধারণার মনোভাব প্রদর্শনকারী। তিনি বলেন, একবার খাকসার কোন ভুল করে বসে সেজন্য তিনি আমাকে ধমক দেন এবং কিছুক্ষণ পরে আমার কাছে এসে ক্ষমা চাইতে শুরু করেন এবং কেঁদে ফেলেন। অত্যন্ত নরম মনের মানুষ ছিলেন। কখনো আমি অসুস্থ হলে অথবা অন্য কোন কারণে শরীর খারাপ থাকলে, শুয়ে থাকলে ছুটির দিনে আমার উঠার পূর্বেই আমার বিছানার পাশে নাস্তা নিয়ে আসতেন। এবং কখনো সর্দি লাগলে জিজ্ঞেস না করেই গরম পানিতে মধু মিশিয়ে আমার জন্য নিয়ে আসতেন এবং আমার সাথে যেসব সাক্ষাৎ হতো অত্যন্ত আগ্রহের সাথে সেগুলোর উল্লেখ করতো। মোটকথা জাগ্রত মন, নিষ্ঠাবান, বিনয়ী, নেক, ধর্মের সত্যিকার সৈনিক, তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত, পরিশ্রমী এ সমস্ত শব্দ মাযহারের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তার একটি গুণ এটাও ছিলো যে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করতো সেটা তার বন্ধুদের জন্যও পছন্দ করতো। খাবারের কোন জিনিস আনলে বন্ধুদের জন্যও নিয়ে আসতো। সাদাসিধে জীবনযাপন করতো এবং অনর্থক ব্যয় করতে কখনো দেখিনি যেরকম যৌবনে অনেক ছেলে করে থাকে। তার সহপাঠীরা বলে, পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলো এবং নামায ও তাহাজ্জুদের নামাযের নিয়মিত বন্দোবস্ত করতো এবং আমাদেরও উঠাতো। তিনি রুমে একটি জায়ে নামায রেখে ছিলেন আমি অনেকবার তাকে রাতে উঠে নফল আদায় করতে দেখেছি, নিরবচ্ছিন্নভাবে সপ্তাহব্যাপী রোযা রাখতো এবং চাঁদা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতো। প্রত্যেক বিষয়ে শৃঙ্খলা ছিলো। নিজের সময়কে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে বন্টনকারী- জামেয়ার নিয়মিত রুটিনের বাইরেও তার এ রুটিন ছিলো যে, কুরআন করীম তিলাওয়াত করতো, জামাতী পুস্তক অধ্যয়ন, অতঃপর পরিবেশ যেমনই হোক না কেন প্রতিদিন ব্যায়াম করা, নিয়মিত পত্রিকা পড়া এবং দুপুরে আরাম করা যা শুধুমাত্র কয়েক মিনিটের হতো এবং শোয়ার পূর্বে রীতিমতো ডায়েরী লেখা এগুলো ছিলো তার বিশেষত্ব। নিয়মিত খুতবা জুমআর নোট নিতো এবং সেগুলো বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতো। তারা বলে যে, খিলাফতে আহমদীয়া এবং জামাতে আহমদীয়ার নিবেদিত প্রাণ ছিলো। এবং কখনো খেলাফত অথবা নেযামে জামাতের বিরুদ্ধে কোন কথা সহ্য করতো না। প্রত্যেক তাহরীকে লাব্বায়েক বলতো অন্যদেরও স্মরণ করাতো তিনি নিজেকে যুগ খলীফার সৈন্য মনে করতেন এবং সত্যিকার অর্থেই ছিলেন । প্রায়ই বলতেন খিলাফতের জন্য আমি নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আর এ শুধু বুলি সর্বস্ব ছিল না বরং সে তার আবেগ অনুভূতির বহি:প্রকাশ ঘটাত।

তাঁর এক বন্ধু মুরুব্বী শারজিল লিখেন যে,সে অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের এবং প্রিয় বন্ধু ছিল। সে অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিল, যত্মবান, খেলাফতের প্রকৃত মর্যাদা অনুধাবনকারী এবং আল্লাহ্ তা'লা প্রতি গভীর আস্থাশীল। জামাতের জন্য অত্যন্ত আত্মত্যাগী ছিল। কখনও কাউকে কোন প্রকারের কষ্ট দিত না এবং ক্ষতি করত না । সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকত । কেউ তাঁকে যতই বিরক্ত করুক না কেন সে কখনও রাগান্বিত হতো না। কখনও উত্তেজিত হতো না । কখনও অযথা কথা বলত না । মন্দ কথা এড়িয়ে চলত । আজ পর্যন্ত কেউ তাঁকে মন্দ ভাষায় গালি গালাজ করতে দেখেনি । সর্বদা প্রত্যেক কাজ অত্যন্ত ধৈর্য ও উৎসাহের সাথে এবং মনোযোগ ও পরিশ্রমের সাথে ও দায়িত্ব সহকারে পালন করত । কখনও কোন কাজকে ছোট মনে করত না । প্রত্যেককে সাহায্য করত। তাঁর মাঝে বিন্দুমাত্র অলসতা ছিল না । জামেয়াকে অত্যন্ত ভালোবাসত । দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিল। কষ্ট হওয়া সত্বেও সাহস হারায়নি । এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজের অসুস্থ্যতাকে সহ্য করেছে। তিনি বলেন, কখনও কারো প্রতি হাসি ঠাট্টা করেনি । লোকজনকে এর থেকে বিরত রাখত । তাঁর মধ্যে অন্যান্য গুণাবলীও ছিল যা একজন মুরুব্বীর মধ্যে পাওয়া যায় । তাঁর বন্ধুরা এই কথাও বলে যে, সে মুমাহেদা (প্রথম বর্ষ) থেকেই পূর্ণ মুরুব্বী ছিল । তাকওয়ার উপর পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ছোট ছোট বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি রাখত । কোন ধরনের লৌকিকতা ছিল না । ভিতরে যেরকম ঠিক বাইরেও একই রকম ছিল । কথা ও কাজে সামঞ্জস্যতা ছিল। কোরআনের আদেশ পালনকারী ছিল ।

অতএব, সে একজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত, নিজের জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবনকারী আহমদী ছেলে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি সর্বদা রহমত বর্ষণ করেত থাকুন, তার মর্যাদা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন। আমরা তাকে সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তাঁর প্রিয়দের পদতলে স্থান দান করুন। আর আল্লাহ্ তা'লা যেন তার মত আরো শত-সহস্রো জীবন উৎসর্গকারীর জন্ম দেন যারা এমন সূক্ষ্মভাবে তাদের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। বিশেষ করে তার পিতামাতা ও বোনদের জন্য আপনারা দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে ধৈর্য ও মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) খোৎবা সানিয়ার মাঝে বলেন, জুমার নামাযের পর এখনই আমি তার জানাযার নামায পড়াব। আমি নিচে যাব এবং বন্ধুরা এখানেই সারিবদ্ধভাবে দাড়াবেন।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 30th Sep, 2016

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B